প্রকাশনার ৭৫ বছর
সংবাদ
রোববার, ১০ মে ২০২৬

শিক্ষক হতে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক, জানালের গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

প্রকাশের তারিখ : ০৭ মে ২০২৬

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে এখন প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে সরকার। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়া কোনো শিক্ষকই শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) রাজধানীতে ‘সরকারের অগ্রাধিকার ও শিক্ষা খাত: বাজেট ও বাস্তবতা’ শীর্ষক এক নাগরিক সংলাপে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। সিপিডির নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এই সংলাপের আয়োজন করে।

প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের ক্লাসরুমে পাঠানো যাবে না- এমন দাবি সাধারণ মানুষের ছিল জানিয়ে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘আপনারা বলছেন প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকরা ক্লাসরুমে যাবেন না–আমরা এরইমধ্যে সেই পদক্ষেপ নিয়েছি। এই সিদ্ধান্তের কারণে সাড়ে ১৪ হাজার শিক্ষক আমার বিরুদ্ধে মিছিল করেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের অবস্থানে অনড়। তারা প্রশিক্ষণ শেষ করে আগামী চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন।’

শিক্ষাখাতের বর্তমান অবস্থাকে ‘ভঙ্গুর’ উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছরে এই খাতটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার বর্তমানে এটি মেরামতের কাজ করছে। বেসরকারি স্কুলগুলো তদারকির জন্য একটি ‘রেগুলেটরি বোর্ড’ বা তদারকি পর্ষদ গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ১৪ মে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, দেশের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের জরুরি মেরামত প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে ভবন এতটাই জরাজীর্ণ যে সেগুলো নতুন করে তৈরি করা ছাড়া উপায় নেই। তিনি বলেন, ‘স্কুলের অবকাঠামো

মানে কেবল বিল্ডিং নয়, আমরা ভবনের নকশার সঙ্গে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ার সমন্বয় করতে চাই।’

জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার একটি ‘সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড কারিকুলাম’ বা সমমানের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের চেষ্টা করছে। আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য একটি টেকসই কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে, যা ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হবে। কারিকুলাম তৈরিতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় থাকবে বলেও জানান তিনি।

দেশের ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ‘দোয়েল ল্যাপটপ’ প্রকল্পের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, যাচাই-বাছাই না করে প্রযুক্তির পেছনে অন্ধভাবে দৌড়াতে চায় না সরকার। প্রযুক্তি হবে পাঠদানের একটি সহায়ক সরঞ্জাম মাত্র।

সংলাপে প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, পিডিপি-৫ (পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে। অতীতের ভুলগুলো সংশোধন করে আগামী জুন-জুলাই নাগাদ এটি পুরোদমে মাঠপর্যায়ে কার্যকর হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বেতন, পদোন্নতি ও ক্যারিয়ার উন্নয়নের বিষয়গুলো মাথায় রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ ‘শিক্ষক নীতিমালা’ তৈরির কাজ চলছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সংলাপে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন উপস্থিত ছিলেন। তারা শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতের দাবি জানান। জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার জবাবদিহিতার বাইরে নয়; যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তুলে সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অধিকার জনগণের রয়েছে।

প্রকাশনার ৭৫ বছর
সংবাদ

সম্পাদক ও প্রকাশক
আলতামাশ কবির

নির্বাহী সম্পাদক
শাহরিয়ার করিম

প্রধান, ডিজিটাল সংস্করণ
রাশেদ আহমেদ

কপিরাইট © ২০২৬ | সংবাদ | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত